রজব মাসের ফজিলত ও ইবাদত

১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- যখন রজবের চাঁদ দেখা যেতো তখন রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"হে আল্লাহ, রজব ও শা'বান মাসে আমাদেরকে বরকত দাও এবং রমজান শরীফের রোযা পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দাও।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৩৫)

২। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللّٰهِ وَ شَعْبَانَ شَهْرِىْ وَ رَمَضَانَ شَهْرَ اُمَّتِىْ فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِّنْ رَجَبَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا اِسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللّٰهِ الْاَكْبَرَ وَاسْكَنَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى (غنية الطالبين للشيخ عبد القادر الجيلانى صفح ٢٣١)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- রজব হলো আল্লাহর মাস, শাবান হলো আমার মাস এবং রমযান হলো আমার উম্মতের মাস।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৩১)।

(রজব মাসে আল্লাহ অনেক নেয়ামত দিয়েছেন- যেমন নূহ নবীকে নৌকায় চড়িয়ে রক্ষা করেছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে মি'রাজে নিয়ে দীদার দেখিয়েছেন। শাবান মাসে হুযুর (দঃ) বেশী বেশী নফল রোজা রাখতেন ও বন্দেগী করতেন। রমযান মাসে রোযার মাধ্যমে দোযখ থেকে উম্মতের চূড়ান্ত মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

৩। হযরত সাহল ইবনে সাআদ রাদিয়াল্লাহু আন্হু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : اَلَا

اَنَّ رَجَبَ مِنَ الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ وَفِيْهِ حَمَلَ اللّٰهُ نُوْحًا فِى السَّفِيْنَةِ فَصَامَهُ نُوْحٌ فِى السَّفِيْنَةِ وَاَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ بِصِيَامِهِ فَاَنْجَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّنَهُمْ مِنَ الْغَرَقِ وَطَهَّرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ مِنَ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ بِالطُّوْفَانِ-

"হযরত সাহল ইবনে সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- জেনে রাখো, রজব হলো সম্মানীত মাস সমূহের মধ্যে অন্যতম মাস (রজব, জিলক্বদ, জিলহজ্ব ও মুহাররাম)।

এ মাসেই (১০ তারিখে) আল্লাহ তায়ালা নূহ নবীকে (আঃ) নৌকায় আরোহন করিয়েছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নৌকার মধ্যে এমাসে রোজা রেখেছেন এবং তাঁর সাথী ৭২ জনকে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে (১০ই মুহাররম) তারিখে নাজাত দিয়েছেন এবং ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর মহা প্লাবনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীকে কুফর ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র করেছেন"। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৩১)।

৪। হযরত আনাছ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّهَرِ-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "নিঃসন্দেহে বেহেস্তের মধ্যে একটি ঝরণা আছে- যাকে "রজব নহর" বলা হয়। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। যে ব্যক্তি রজব মাসে একটি রোজা

রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে ঐ ঝরণা হতে পানি পান করাবেন।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠ ২৩৪)।

৫। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত-

اَنَّهٗ قَالَ لَمْ يَصُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ اِلَّا رَجَبَ وَ شَعْبَانَ-

"হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করেছেন- রমজানের পর রজব এবং শা'বান মাস ব্যতিত অন্য কোন মাসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণমাস নফল রোজা রাখেন নি"(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৩৪)।

৬। হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু তাঁর ওস্তাদ আবুল বারাকাত হেবাতুল্লাহ সাক্তী থেকে, তিনি তাঁর ওস্তাদ শেখ হাফেজ আবু বকর আহমদ ইবনে আলী সাবিত ইবনে খতীব থেকে, তিনি তাঁর ওস্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে বশীর থেকে, তিনি আলী ইবনে হাফিজ থেকে, তিনি আবু বকর নসর ইবনে জাইশুন ইবনে মুছা খাল্লাল থেকে, তিনি আলী ইবনে সায়ীদ দাইলামী থেকে, তিনি জামরাহ ইবনে রাবিয়া ক্বারশী থেকে, তিনি ইবনে শাওজাব থেকে, তিনি মাত্বার ওয়াররাক থেকে, তিনি শাহর ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই পবিত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبَ كُتِبَ لَهٗ ثَوَابُ صِيَامِ سِتِّيْنَ شَهْرًا-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি রজবের ২৭শে তারিখে রোযা রাখবে, তার জন্য ৬০ মাসের নফল রোযার সাওয়াব লিখা হবে।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৪০)।

৭। হযরত গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আন্হু আপন ওস্তাদ আবুল বারাকাত হেবাতুল্লাহর সনদ সূত্রে হযরত আবু সালামা থেকে, তিনি হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু এবং হযরত সালমান ফারছী রাদিয়াল্লাহু আন্হু- এই দুইজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِىْ رَجَبَ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَنْ صَامَ

ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ كَمَنْ صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَقَامَ لَيَالِيَهَا وَهِيَ لِثَلَاثَةٍ يَبْقِيْنَ مِنْ رَجَبَ-

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু এবং হযরত সালমান ফারছী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "নিঃসন্দেহে রজব মাসে এমন একটি মহান দিন ও এমন একটি মহান রাত রয়েছে- যে ব্যক্তি ঐ দিনে রোযা রাখবে এবং ঐ রাতে জাগরণ করে ইবাদত করবে, তার সাওয়াবের পরিমান হবে- যেমন এক ব্যক্তি একশ বছর দিনে নফল রোযা রেখেছে এবং একশ বছর রাত্রে নফল ইবাদত করেছে। ঐ মহান দিন ও রাত্রটি হলো- রজব মাস শেষ হওয়ার ৩ দিন বাকী থাকতে।"(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৪০)।

বৎসরের চৌদ্দ রাত্রি

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে বৎসরের চৌদ্দটি রাত্রির কথা উল্লেখ করে ঐ রাত্রসমূহে ইবাদত করা মোস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اللَّيَالِيَ الَّتِيْ يُسْتَحَبُّ اِحْيَاؤُهَا فَقَالَ : اِنَّهَا اَرْبَعُ عَشَرَةَ لَيْلَةً فِي السَّنَةِ وَهِيَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ وَلَيْلَةُ الْعَاشُوْرَاءِ وَاَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ وَلَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنْهُ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ وَلَيْلَتَا الْعِيْدَيْنِ وَخَمْسُ لَيَالٍ مِّنْهَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُنَّ وِتْرُ لَيَالِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ-

"শরিয়তের কতেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম রাহিমাহুমুল্লাহ এমন কতগুলো রাত্র গননা করে উল্লেখ করেছেন, যে রাত্রগুলোতে ইবাদত করা মোস্তাহাব। বৎসরের ঐ রাত্রগুলোর সংখ্যা হলো ১৪টি। যথা-

১। মুহাররম মাসের প্রথম রাত্র।

২। মুহাররম মাসের ১০ ই রাত্র (আশুরার রাত্র)।

৩। রজব মাসের প্রথম রাত্র।
৪। রজব মাসের ১৫ই রাত্র।
৫। রজব মাসের ২৭ শে রাত্র। (শবে মি'রাজ)।
৬। শা'বান মাসের ১৫ই রাত্র। (শবে বরাত)।
৭। আরাফাতের রাত্র (৯ই জিলহজ্ব রাত্র)
৮। রোজার ঈদের রাত্র (শাওয়াল মাসের ১লা রাত্র)
৯। কোরবানীর ঈদের রাত্র (১০ই জিলহজ্ব রাত্র)।
(১০-১৪)। রমযানের শেষ দশদিনের বেজোড় ৫ রাত্র (২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ রাত্র)। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা- ২৩৬)

ঐ ১৪ রাত্রে নামায পড়ার নিয়মঃ

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু শবে বরাত সহ বৎসরের ঐ ১৪ রাত্রে নফল নামায পড়ার তরতীব ও নিয়ম এভাবে বর্ণনা করেছেন-

فَاَمَّا الصَّلَاةُ الْوَارِدَةُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَهِىَ مِائَةُ رَكْعَةٍ بِاَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ عَشَرَ مَرَّاتٍ- وَتُسَمّٰى هٰذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْخَيْرِ- وَتَتَفَرَّقُ بَرَكَتُهَا- وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُصَلُّوْنَهَا جَمَاعَةً مُجْتَمِعِيْنَ لَهَا- وَفِيْهَا فَضْلٌ كَثِيْرٌ وَثَوَابٌ جَزِيْلٌ- وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَلَاثُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ مَنْ صَلّٰى هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ سَبْعِيْنَ نَظْرَةً وَ قَضٰى بِكُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً اَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ-

وَيُسْتَحَبُّ اَنْ تُصَلّٰى هٰذِهِ الصَّلَاةُ اَيْضًا فِىْ الْاَرْبَعَ عَشَرَ لَيْلَةً الَّتِىْ يُسْتَحَبُّ اِحْيَاؤُهَا الَّتِىْ ذَكَرْنَاهَا فِىْ فَضَائِلِ رَجَبَ لِيَحُوْزَ بِهَا الْمُصَلُّوْنَ هٰذِهِ الْكَرَامَةَ وَهٰذِهِ الْفَضِيْلَةَ وَالْمَثُوْبَةَ-

"শাবান মাসের ১৫ ই রাত্রে যে নিয়মে নফল নামায পড়ার বিষয়ে রেওয়ায়াত এসেছে- তা হচ্ছে একহাজার বার কুল হুয়াল্লা ছুরা দ্বারা একশত রাকআত নফল নামায আদায় করা- প্রতি রাকআতে দশবার করে কুলহুয়াল্লাহু ছুরা পড়তে হবে। এ নামাযের নাম হচ্ছে "সালাতুল খাইর"। এই নামাযের বিভিন্ন বরকত রয়েছে। আমার পূর্বেকার সলফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীন একত্রিত হয়ে জামাআতের সাথে এই নামায আদায় করতেন। এই নামাযে অনেক ফযিলত ও অনেক সাওয়াব রয়েছে। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, "আমাকে নবীজীর ত্রিশজন সাহাবী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি শবে বরাতে উক্ত নামায পড়বে, আল্লাহ তার দিকে ৭০টি খাস রহমতের নজর করবেন এবং প্রতিটি নজরে ৭০টি হাজত বা মকসুদ পূরণ করবেন। ঐ ৭০টি মকসুদের মধ্যে নিম্নতম হলো-গুনাহ ক্ষমা।"

(হযরত গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আন্হ শবে বরাতের নামাযের নিয়ম ও ফযিলত বর্ণনা করার পর বলেন) "আমি রজব মাসের ফযিলতের অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে যে ১৪টি রাত্রির উল্লেখ করেছি- সবগুলোতেই এই "সালাতুল খাইর" আদায় করা মোস্তাহাব। মুসল্লিগণ এই নামাযের মাধ্যমে যাতে উক্ত সম্মান, ফযিলত ও সাওয়াব পেতে পারেন- সে উদ্দেশ্যেই ইহা (বাকী ১৩ রাত্রি) আদায় করা মোস্তাহাব।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ২৫১)।

বিঃদ্রঃ- তারাবিহ, কুছুফ, খুছুফ ও ইসতিসকার নামায ব্যতিত অন্যান্য নফল নামায আয়োজন করে জামাআতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- মাকরূহ তাহরীমা। কেউ কেউ বলেন- মাকরূহে তানজিহি, আবার কেউ কেউ বলেন- জায়েয। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। হাম্বলী মাযহাবে নফল নামায জামাআতে আদায় করা যায়। তাই ইখতিলাফ না করে হানাফীগণ একা একা উক্ত "সালাতুল খাইর" আদায় করতে পারেন। ঐ ১৪ রাত্রিতে "সালাতুল খাইর" ছাড়া অন্যান্য নিয়মেও নফল নামায পড়ার বিধান বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তরিকায়ে কাদেরীয়া পন্থীগণ নিজেদের মধ্যে গাউসে পাককে অনুসরণ করতে পারেন। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদ্বীন এই নামায একত্রিত হয়ে জামাআতের সাথে আদায় করতেন বলে হযরত গাউসে পাক উল্লেখ করেছেন। যদি মাকরূহ হতো- তাহলে উনারা এরূপ করতেন না। তাঁদের আমল হচ্ছে শরীয়তের দলীল।

(অনুবাদক)